...নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা নকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে;...

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

মল্ল যুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।—২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বহাদরের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি ছুড়াছুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্টাপাল্টি লপ্‌টালপ্‌টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর এক জন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি২ বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিলাম।

শ্রীযুত বাবু নন্দদুলাল ঠাকুরের বৈদ্যনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চত্রিংশ বৎসর হইবেক সে ঐ যুদ্ধ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন দুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জয়ী হইল। দুই বার সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন। বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈদ্যনাথকে কোল দিলেন এবং তাহার উৎসাহবৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সেখানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায় যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বহাদর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সবিস্ক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংগ্ৰণ্ডীয় ভদ্র লোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।

(১৩ আগষ্ট ১৮২৫ । ৩০ শ্রাবণ ১২৩২)

কুস্তি লড়াই।—বর্ত্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ম্মপুরের শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা দুই২ জন এক২ বার মল্ল যুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

কুস্তি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীল শ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত আমার 'সেকালের আমোদ-প্রমোদ' প্রবন্ধ (১৩৩৮ চৈত্র ; ১৩৩৯ বৈশাখ) দ্রষ্টব্য।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫)

কুষ্ঠিলোকের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা শুনিয়াছি ঐ রূপ এক চিকিৎসালয় মোং কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক টাকা ও ভূমি দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সপ্তাহেতে ছাপান যাইবে।

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২১ ভাদ্র ১২২৫)

কুষ্টি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎসালয় কুষ্টি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্টি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে কর্ম্ম এই হইবে কুষ্টি লোকেরদের তত্ত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকারের কারণ⋯ ⋯⋯ চল্লিশ জন অধ্যক্ষের দ্বারা⋯তাহারদের মধ্যে এক ভাগ এতদ্দেশীয় লোক। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্ম্মে পাঁচ হাজার টাকা ও বা⋯ভূমি দিয়াছেন⋯অতএব যাবজ্জীবন

এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন যে যে লোকেরা এ বৎসর ও আগামি বৎসর এ নিবন্ধের অধ্যক্ষ হইবে তাহারা।

শ্রীযুত জোসেফ বারেটো সাহেব।···শ্রীযুত কলবিন সাহেব। শ্রীযুত পাং পার্সেন সাহেব। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক···

এই বিষয়ে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাকা দিবেন ও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া এবং শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ নিয়মে টাকা দিয়াছেন ও দিবেন।···

(৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬)

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্২ বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুঠরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

(২৯ জুন ১৮২২। ১৭ আষাঢ় ১২২৯)

দয়া প্রকাশ।—শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার [জলপ্লাবনের ফলে] দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতা হইতে সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ও তৈল লবণ ডালি ঘৃত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। এবং বাখরগঞ্জের দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা।

আসামী	তঙ্কা
* * *	*
রামমোহন রায়	১০০
গোপীমোহন দেব	১০০
রসময় দত্ত	৩২
জে এস বকিংহেম	২০০
সনফর্ড আরনট	৫০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	২০০
রামদুলাল দে	২০০
নবকিশোর মিত্র	২৫
বিশ্বম্ভর সেন	৫০

(১১ জুন ১৮২৫ । ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ সালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীনদুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে…।

(৪ জুন ১৮২৫ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।…এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া-হইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্ত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলাহইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দর-রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার মরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।…সং চং।

(৮ জুলাই ১৮২৬ । ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

চিকিৎসালয়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় নং ৩২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক ষ্ট্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।

(২০ অক্টোবর ১৮২৭ । ৫ কার্ত্তিক ১২৩৪)

ঔষধ দান।—শুনিলাম শহর চুঁচড়া নিবাসি দ্বিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণ-হীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু

কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী নেই হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।—সং চং।

অর্থনৈতিক অবস্থা

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫)

উড়ে বেহারা।—হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎও ফিরিয়া আনে না।

(৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬)

কমর্‌স্যল বাঙ্ক।—খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যল ব্যাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হর রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে২ বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রর্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০।১০০০।৫০০।২৫০।১৬০।১০০।৮০।৫০।২০।১৬।১০।৮।৫। টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইলাম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি। কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

(২৬ জুন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় ১২২৬)

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক।—শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত

সপ্তাহে এক ফর্দ্দ কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখা গিয়াছে যে মাস২ বাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না। কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা থাকিলে অধিক লাভ বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় বিশ বৎসরে পাঁচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত ছেষট্টি টাকা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা তিন শত যাটি ও ঐ তিন শত যাটি টাকার সুদ নয় শত ছয় টাকা। এবং যদি দশ টাকা করিয়া মাস২ বাঙ্কে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই ফর্দ্দ কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক।—গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেব লোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক আছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায়। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

(২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬)

নূতন ব্যাঙ্ক।—গত সোমবারে কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জঘরে নূতন ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং ঐ অংশিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন কিন্তু কে২ মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারদের নাম কোন ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে লেখা নাই।

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—আগামি ২৭ আগষ্টঅবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কর্ম্মারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাঁহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক। এই ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারাতে বোধ হইতেছে যে ইহার অংশিভিন্নও অন্য ব্যক্তিরদিগের উপকার হইবেক যেহেতুক ধন ব্যতিরেকে বাণিজ্যাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারি কুঠী ইহাতে টাকা দেওয়ানেওয়া বিষয়ে যেং নিয়ম হইয়াছে সুতরাং তাহাতে কারবারি লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল বুঝা যাইতেছে যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারানুসারে বাণিজ্যের সাহস-বৃদ্ধি হইবেক কেননা ঐ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার স্বচ্ছলতা হইবেক ঐ ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার আবশ্যক জন্য তাহার তর্জমা হইতেছে পশ্চাৎ বঙ্গদূতের সহিত পাঠকবর্গের পাঠার্থে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করা যাইবেক।—বঙ্গদূত।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬)

কাশীতে নিমকসার।—কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কূপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্তা হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলিপরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদুরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসান হয়।

(৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮)

কোম্পানির কাগজ।—১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

(১৩ জানুয়ারি ১৮২২ । ৩০ পৌষ ১২২৮)

বাজার ভাও ॥

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩৸
নারিকেল তৈল	১	১০	১২
চালু পাটনাই	১	২	২৵
মুগী	১	১।৵	১॥
পাছড়ি উত্তম	১	২।	২॥
পাছড়ি মধ্যম	১	১৸	১৸৵
বালাম	১	১৵	১৶
অড়হর ডালি	১	১॥/	১॥৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২৭	২৮
ভৈসা ঘৃত	১	২৫	২৬
মিছরি উত্তম	১	১৪।	১৫
চিনী কাশীর	১	১০	১০।
মধ্যম	১	৯।৵	৯॥
তামাকু	১	৩	৬
হরিদ্রা	১	৩	৩।
কর্পূর	১	৫০	৫২

(১৮ মে ১৮২২ । ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

নীলকারকের দৌরাত্ম্য ॥—মপস্বলে কোন২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে সে গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।

তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমাচার চন্দ্রিকাদ্বারা এই সমাচার পাওয়া গিয়াছে।

(২ এপ্রিল ১৮২৫ । ২১ চৈত্র ১২৩১)

এতদ্দেশীয় বাণিজ্য।—১৮২২।২৩ শালে এতদ্দেশে নানা স্থানহইতে চারি কোটি আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যূন এ দেশে না থাকে।

(৫ আগষ্ট ১৮২৬ । ২২ শ্রাবণ ১২৩৩)

নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্ড কোর্ট ইষ্ট্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দার টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কি প্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যন্ত কোন২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের

কাগজ আছে তত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।—সং চং।

(১৯ জুলাই ১৮২৮। ৫ শ্রাবণ ১২৩৫)

অগ্নিবিষয়ক বিমা।—গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রুস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাঁহারা সেই গৃহপ্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

নূতন বিমা।—কতক দিন পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা ডাক বাঙ্গির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিমা করিবেন।

(৫ই জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪)

চরকাকাটনির দরখাস্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে

কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহরপর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত।— সং চং।

শান্তিপুর

(১২ জানুয়ারি ১৮২৮ । ২৯ পৌষ ১২৩৪)

সঞ্চয় ভাণ্ডার।—আমরা দুঃখিত হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু গদাধর সেট রূপনারায়ণ বসাক বিজয়কৃষ্ণ সেট ভুবনমোহন বসাক ইহারা চারি জনে সখ্যতাভাবে ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নাম দিয়া এক লোকোপকারজনক ব্যাপার ইংরাজী ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৮২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম চলিবেক এমত ভরসা পূর্ব্বে ছিল না যেহেতুক কর্ম্মারম্ভ সময়ে সম্পাদকেরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত নিয়ম করিয়াছিলেন তথাচ খেদের বিষয় এই যে সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে সুধারা হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যদ্যপি বিস্মৃত হইয়া থাকেন তাহা স্মরণ কারণ কিঞ্চিৎ স্থূল লিখি সঞ্চয় ভাণ্ডারের কর্ম্ম ৬৪ চৌষট্টি অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া স্থির হয় ঐ সকল অংশ ঐ মূল্য দিয়া লইয়া অংশিরা প্রতি মাসে দশটাকা করিয়া দিবেন এই সকল টাকার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের লাটরি টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যত টাকা প্রাইজ হইবেক তাহা অংশিরা বিভাগমত পাইবেন লভ্য না হইলেও মূল ধনের কোন হানি হইবেক না ইত্যাদি এই নিয়মানুসারে চারি বৎসরপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গত ১ জানুআরি অবধি অংশিরদিগের মূল ধন ফিরাইয়া দিতেছেন যখন যিনি আপন২ কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ তাহার অংশ ৫২০৵০ পাচ শত কুড়ি টাকা দুই আনা ফিরাইয়া দিতেছেন ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম যদি বল হইাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয় কি হইয়াছে উত্তর অস্মদাদির দেশে সাধারণে অর্থাৎ বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত দুই তিন জনে এক কর্ম্মারম্ভ করিয়া তাহার সংবৎসরের লভ্য ও ক্ষতি বিবেচনা না হইতেই বিবাদ উপস্থিত হয় ঐ ব্যক্তিরা বাঙ্গালি চোষট্টি জনকে বুঝাইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ সন্দেহ করেন নাই। যদি বল অল্প বিষয় ইহাতে ভদ্রলোকের সন্দেহ কেন হইবেক উত্তর আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ অর্থাৎ কেহ কোন কর্ম্মারম্ভ করিলে অগ্রে তাহাতে নানাদোষারোপ করেন তাহাতেই প্রায় সাধারণে ঐক্য হইয়া কোন কর্ম্ম হয় না অতএব ইহারদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ইহারদিগের দ্বারা এমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে আমারদিগের দেশে ঐক্য হইয়াও কর্ম্ম হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় ভাণ্ডার হইল।

(২০ জুন ১৮২৯ । ৮ আষাঢ় ১২৩৬)

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি।—গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক অতএব লিখিতেছি এই দেশের

পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্যব্যবসায় চলিতেছে বিশেষতঃ অনেক ইউরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদায় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশ ব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবে এই নূতন শ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংগ্লণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবে।

যেহেতুক ইংগ্লণ্ডদেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজা সমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদার সকল কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপে কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহারদিগের ধন বৃদ্ধি অষ্টম হেনরী রাজার সাম্রাজ্যপর্য্যন্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রামওয়েলনামক এক কসায়ের পুত্র প্রথম চারল্‌সনামক রাজাকে শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংগ্লণ্ডে প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন। অপর অত্যুচ্চ কিম্বা অতিহীনাবস্থাবস্থিত এই দ্বিবিধ লোকব্যতীত মধ্যবিৎলোকের অভাব পক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল এই যে স্পেনদেশেতে যে ব্যক্তির সঙ্গতি হয় সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিডালগো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপরঞ্চ হতভাগ্য পোলণ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির সহিত বিক্রীত হয় এতৎসমূহ দৃষ্টান্তে এই প্রসিদ্ধ হইতেছে যে ঐ গৌড় রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে। ফলিতার্থ

এপ্রকার এ দেশের ব্যবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থে চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা সমুদায় লোপ হইবেক দশ বৎসর পূর্ব্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি পূর্ব্বে যে সূত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কর্ম্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তঙ্কা উর্দ্ধ বিশ তঙ্কা-পর্য্যন্ত মাসিক পায় শ্রমেরও মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক টাকায় পাওয়া যায় না পূর্ব্বে শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক টাকা ছিল এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা সেই ভূমির তিন চারি টাকা রাজস্ব চাহেন এবং যে তণ্ডুলের মোন ॥৹ আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই টাকা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে। যেহেতুক ১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না যাহা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দেখা যাইতেছে কেবল মনাপলী অর্থাৎ অন্যব্যতিরিক্ত কোম্পানির তেজারতে লোকসকলের উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তৎপ্রযুক্ত যে সকল উপায়ে ইদানী উপকার দর্শিতেছে সে উপায় চিন্তায় ঐ মনাপলীর বাহুল্যেতে ব্যাঘাত জন্মিত কিন্তু ইউরোপীয় লোকের সমাগমেতে নীলের কৃষিকর্ম্ম ব্যপ্ত হইয়াছে এবং ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহারদিগের নিজের ও ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে আর ঐ নীলের কৃষিকর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অপর যে সকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাসগোপ্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতি জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশহইতে সে দেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে এ ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে অথবা কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয় এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এ দেশীয় দ্রব্য সে দেশে এবং সে দেশীয় দ্রব্য এ দেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্যদ্বারা ভারতবর্ষে ও ইংগ্লণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্য প্রেরণের প্রতিবন্ধক মাস্থলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পঁহুছিতে পারে না।

এই ভারতবর্ষহইতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০ চল্লিশ লক্ষ

পৌণ্ড রাজস্বরূপে সংগ্রহ হয় তন্মধ্যে ২০ কুড়ি লক্ষ ঐ কোম্পানির অংশিতে কৃতাংশ হয় অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্য্যাপ্ত। এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লিখিতব্য আছে তাহা বিবেচনা মতে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এ দেশে ইউরোপীয় লোকের চাসবাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদ্যুক্ত হউন অর্থাৎ এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পার্লিমেণ্টনামক মহাসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রায়াস সিদ্ধি হইবেক। বং দূ।

(৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬)

সুপ্রিম কোর্ট।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্ম্মের আরম্ভকালে ২০ বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না। হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড়২ ঘর সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারদের ক্রমেং এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহারদের প্রতি ঐ মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত্য ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। অনেক লোক ইহার পূর্ব্বে ধনি ও সম্ভ্রান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মোকদ্দমাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে তাহা এক প্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন কিন্তু একবারো সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাঁহারদের মনে সুতরাং এই জিজ্ঞাসা হয় যে তাঁহারা যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে পারি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাঁহারা বিবাদ

উপস্থিত হইবামাত্র সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন এই রীতি বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃশ্য।

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

কলিকাতায় সভা।—আগামি ১৫ তারিখে কলিকাতার টৌনহালেতে নীচের লিখিতব্য অভিপ্রায়ে কলিকাতানিবাসি সাহেব লোকেরদের এক বৈঠক হইবেক। কোম্পানির ফরমানের মিয়াদ অতীতে চীনদেশ ও ইংগ্লণ্ডদেশে যে বাণিজ্যব্যাপার চলে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিকার ও ইউরোপীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিতে পারেন এই উভয় কর্ম্মের নিমিত্তে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আমারদের বোধ হয় যে সেই সভায় অনেক সাহেবলোক একত্র হইবেন এবং সেখানে যে বাদানুবাদ হইবে তাহার শুশ্রূষা সকলেরি হইবে।

(২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬)

কোলোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এপ্রদেশে চাসবাসবিষয়ক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৯ ডিসেম্বর ৬ পৌষের সমাচারদর্পণ ও বঙ্গদূত কাগজে দেখিলাম টৌনহাল সমাজে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ লিখি চন্দ্রিকায় স্থান দিবেন।

প্রথমতঃ প্রকাশ পায় যে কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের অর্থাৎ ইজারার মিয়াদ অতীত হইলে যে বিষয়ের নিয়মের আবশ্যকতা হয় তদ্বিষয়ে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ সভায় কর্ত্ত এবং কে কে সমাগত হইয়াছিলেন তাহা কি কারণে প্রকাশ করেন নাই। অনুমান করি দর্পণপ্রকাশক কোন ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রহইতে তরজমা করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে বঙ্গদূতে প্রকাশ হইয়াছে যাহা হউক ঐ সমাচার প্রথম প্রচারকের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা হইল অপর ঐ সভায় যে কএক বিষয়ের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে আমার যে২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব সংপ্রতি।

পরামর্শসিদ্ধ পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন ঐ পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহারদের স্বচ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক বসতির যে নিষেধ আছে তাহাতে এদেশের বাণিজ্য বা

কৃষিকর্ম্ম কি শিল্পকর্ম্মের উন্নতিহওনের এক মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দূরীকরণার্থে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত দেওন কর্ত্তব্য হয়।

ইহাতে আমি বলি এদেশে যেপ্রকারে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এদেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্প যন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই নগর মধ্যে ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়াঅবধি কত আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে ঐ বাবুরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে ইঙ্গরেজ লোক শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে। অপর গোরা লোক কৃষিকর্ম্ম করিলে এদেশের দীন কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন তাহা স্থির করিয়া গোরা কৃষক আনিবার প্রার্থনা করিলে ভাল হয় নচেৎ আপন দেশীয়েরদিগের অমঙ্গল করিয়া বিদেশীয়েরদিগের মঙ্গল চিন্তা বা প্রার্থনা করা কি পরামর্শসিদ্ধ হয় অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব নিবেদনমিতি ১২ পৌষ।—কস্যচিৎ জমীদারস্য।

আইন-কানুন

(১৯ এপ্রিল ১৮২৩। ৮ বৈশাখ ১২৩০)

নূতন আয়িন।—কলিকাতা শহরের বন্দোবস্ত কারণ শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনেরেল বাহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ১৪ তারিখের কৌন্সলের সভাতে যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জ্জমা এই।

এইক্ষণে বারম্বার সমাচার পত্রাদিতে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ কলিকাতা নগরস্থ ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার নিবারণার্থে এবং শহরের মধ্যে সমাচারপত্র এবং অন্য২ লিপি ও পুস্তক প্রভৃতি যাহা প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত দিবসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে সরকারী সমাচারের বিশেষতো রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের প্রসঙ্গাদি থাকে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হওনের ধারা আয়িন অনুসারে নিরূপণ করা অতিকর্ত্তব্য এবং আবশ্যক এ কারণ শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডের আয়িন মতে যে ভার ও ক্ষমতা তাঁহাতে আছে তদনুসারে কৌন্সলের সভাতে নীচের লিখিত ধারানুসারে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

প্রথম ধারা।—কলিকাতা শহরের সুপ্রীমকোর্ট অদালতে এই আয়িনের রেজষ্টরী

হওনের তারিখ অবধি ১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যের দ্বারা শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিম্বা অন্য কোন কাগজ অথবা কোন কেতাব উপরের লিখিত বিবরণ বিষয়ে অর্থাৎ সরকারী সমাচার ও রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের ও সরকারের রীতি ও ধারাদির প্রসঙ্গে কোন ভাষাতে প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত কালে হজুরের প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির দস্তখত সম্বলিত শ্রীশ্রীযুতের হজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে ছাপা করে কিম্বা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ধারা।—যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীযুতের ঐ অনুমতি পত্র লইতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য এই যে আপন দরখাস্ত সম্বলিত নীচের লিখিত বিষয়ে এক আফিডেবিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া প্রধান সেক্রটারি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি যে সাহেব থাকেন তাঁহার নিকটে দাখিল করে। তাহাতে এই সমস্ত লেখা থাকিবেক প্রথম যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও উপাধি ও নিবাস। দ্বিতীয় প্রত্যেক এডিটরের নাম ও ঠিকানা। তৃতীয় কাগজ ও কেতাবের মালিকের নাম ও ঠিকানা যদি তাহারা প্রিন্টর ও এডিটর ব্যতিরিক্ত দুই জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে যে দুই জন কলিকাতা শহর কিম্বা তাহার আশপাশের নিবাসী ও অন্যাপেক্ষা অধিক অংশের মালিক হয় তাহারদের নাম ও ঠিকানা। চতুর্থ যে ছাপাখানায় ঐ কাগজ ও কেতাব ছাপা হইবেক তাহার ঠিকানা। পঞ্চম যে কাগজ ও কেতাব ছাপা করণের মনস্থ হয় তাহার নাম।

তৃতীয় ধারা।—উপরের লিখিত তাবৎ বিষয় এক কাগজে লিখিয়া শপথ পূর্ব্বক আপন২ দস্তখত করিয়া দাখিল করিবেক তাহার প্রমাণার্থে তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা এই শহরের কোন জষ্টিস সাহেবের সাক্ষাতে হলফ করে এ কারণ পুলিসের তাবৎ জষ্টিস সাহেবেরদিগকে হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ তাঁহারদের নিকটে এ বিষয়ের কারণ হলফ করিতে আইসে তবে তাঁহারা তাহার স্থানে রসুম রূপে কিছু না লইয়া দস্তুর মত তাহাকে হলফ করাইবেন।

চতুর্থ ধারা।—আফিডেবিট মতে এক কাগজে ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক লোকের নাম লিখিয়া দেওনের নিমিত্তে দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে অতএব যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক না হয় এবং তাহারা শহর কলিকাতার কিম্বা ঐ শহরের আশপাশ দশ ক্রোশের মধ্যের নিবাসী হয় তবে ঐ সকল লোকের হলফ ও দস্তখত পূর্ব্বক ঐ কাগজ দাখিল হইবেক যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে চারি জন কিম্বা যয় জন উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদের দস্তখত ও হলফের আবশ্যকতা হইবেক।

পঞ্চম ধারা।—উপরের লিখিত লোক অর্থাৎ ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক

যাহারদের নাম আফিডেবিটের কাগজে লেখা থাকিবেক তাহারদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে কিম্বা পূর্ব্ব নিবাস ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং ছাপাখানা ও ছাপার কাগজ কেতাবের নাম বদল হইলে এবং শ্রীশ্রীযুতের কৌসলের সভাহইতে এ বিষয়ের হুকুম হইলে প্রথম আফিডেবিটের কাগজের মত দ্বিতীয় এক কেতা কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক। ও এমন হুকুম হইলে এ বিষয়ের এক এত্তালানামা প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতে উপরের লিখিত ব্যক্তিরদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক ও যে বাটীতে মেয়াদী কাগজ অথবা কেতাব ছাপা হওনের প্রসঙ্গ পূর্ব্ব আফিডেবিটের কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথায় ঐ এত্তালানামা পাঠান যাইবেক ও দ্বিতীয় বার আফিডেবিটের কাগজ উপরের লিখিত নিয়ম মতে দাখিল না হইলে মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।

ষষ্ঠ ধারা॥—যে লাইসেন্স শ্রীশ্রীযুতের হজুর হইতে কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ত্তে। ও জানান যাইতেছে যে লাইসেন্স রদ হওনের বিষয়ে হজুরহইতে প্রধান সেক্রটারি সাহেবের কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠী প্রাপ্তি হওনমাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক। ও যদি লাইসেন্স রদ হওনের পরে ঐ মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব ছাপা হয় তবে তাহা লাইসেন্স না পাওয়া কালের ছাপা হওয়ার ন্যায় বোধ হইবেক। এ প্রকার চিঠী মেয়াদী কাগজের কিম্বা কেতাবের ছাপাখানায় পাঠান যাইবেক এবং ঐ লাইসেন্স রদ হওনের সম্বাদ সকল লোককে শহর কলিকাতা সরকারী গেজেটের দ্বারা দেওয়া যাইবেক।

সপ্তম ধারা॥—শহর কলিকাতার নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকারহইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া যদি প্রথম ধারার উক্ত কোন মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব জ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপা করায় অথবা প্রচার করে কিম্বা স্বয়ং কর্ত্তা অথবা তাহার মোক্তারকার অথবা চাকর ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব বিক্রয় করে কিম্বা কাহার সহিত বদলও করে কিম্বা কোন প্রকারে কোন জনকে দান করিয়া কি চাওয়াতে দিয়া বিলি লাগাইতে চাহে এবং যদিস্যাৎ কোন কেতাবখানার কর্ত্তা কিম্বা দোকানদার অথবা যে স্থানে লোকেরা পড়িবার কারণ একত্র হয় সে স্থানের মালিক অথবা কোন সামান্য সভার স্থানের কর্ত্তা কিম্বা তথাকার কর্ম্মের নির্ব্বাহকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব লোকেরদিগের দৃষ্টিকরণার্থে লয় কিম্বা কেহ চাহিলে দেয় কিম্বা পড়া যাইবার কি অন্য বাসনায় কোন ব্যক্তিকে দেয় তবে উপরের উক্ত প্রকার সকলের কোন প্রকার করণ জন্য অপরাধী হইবেক এবং ঐ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারি শত টাকা করিয়া জরিমানা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।··· ··· ···

(২৮ আগষ্ট ১৮২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩১)

নূতন আয়িন।—কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।

(১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪)

কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।

আমরা (যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে) তোমার নিকট যাজ্ঞা করি যে তুমি কলিকাতাস্থ টৌনহালে কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে সভাস্থ হইতে আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তত্তদ্বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিতে পার্লিমেণ্টের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।

তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নূতন ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্যতঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৫ ধারার ৯৮ ৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধ্যে টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যতিরেকে যাহারা মরে তাহারদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্ট্রেটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়া হইতে পারে এবং যে তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমিহইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংগ্লণ্ডদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে তাহা দান করিতে অনুমতি পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

চতুর্থ প্রকরণ। দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের মধ্যে তাহারদের ধন সমানাংশে বিভক্ত হয় এতদ্বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম।

জে পামর। আলেকজেণ্ডর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব। জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।…রস্তম জি কাবাস জি।…রসময় দত্ত।…জি জে গর্ডন। জে কালডর। রামগোপাল মল্লিক। রামরতন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।…

(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য২ সভা প্রার্থকেরদের প্রতি।

লিখিতং শ্রীটি প্লোডন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত বাইসি প্রিসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যেং বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সেং বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্সের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা বসিতে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে পার্লিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অনুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট যাজ্ঞা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রানুসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে জানাইতেছেন যে আগামি বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যেং বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস মনোহর দাস।···চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।···হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। রামগোপাল মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র।···

(২১ জুলাই ১৮২৭। ৬ শ্রাবণ ১২৩৪)

ইষ্টাম্প।—গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আদালতে তিন জন জজ সাহেব বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নূতন ইষ্টাম্প আইনে রেজিষ্টরি করিয়া আইন জারি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন অতএব অতঃপর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য না দিয়া আর কেহ বাঁচিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে লোকেরা আপনারদের পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতির উপর যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিত তাহা এক্ষণে কলিকাতার লক্ষপতিরদের উপরেও পড়িবে।

(৩০ জুন ১৮২৭। ১৭ আষাঢ় ১২৩৪)

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।—শ্রীযুত সর ই এচ্ ইষ্টে যিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও মাজিষ্ট্রেট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান কিন্তু কর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।

অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাঁহারাই তদ্দ্বিষয়ে সুখী হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই সুখী হইয়া থাকে এবং তদ্বিষয়ে বড়২ জমীদারেরা বাদশাহের ন্যায় হইয়া সুখ ভোগ করেন বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতিবৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব্বে২ প্রজালোকেরা গবর্ণমেণ্টকে জমীদার ও সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রূপ মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [যে ব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে তাহাকে] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্যপি আপন জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহিয়ানা দিতে হয় তবে প্রজালোকের স্থানে চাঁদা করিয়া লয়েন কোন২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন তাহার কারণ এই যে ইহাতে কর্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়।

গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এক নূতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে ভাল হয়।

গত ২৪ এপ্রিল কলিকাতা ক্রোনিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জমা করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম।—সং চং

(১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫)

পেটি জুরি।—আমরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যেং ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে ৩১ জন ইংগ্লণ্ডে জাত ইউরোপীয় লোক ও ২৬ জন এতদ্দেশীয় ইংরাজ ও তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫)

বেগারদিগকে রাস্তাতে ধরণ।—লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলে এই মত এক হুকুম হইয়াছিল যে কোম্পানির কোন এক সেনাপতি পথিমধ্যে যাত্রাকরত যদি গ্রামস্থ কোন ব্যক্তিকে বেগার ধরিয়া আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শাস্তি হইবে আমরা সংপ্রতি শুনিতেছি যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব সেইমত হুকুম করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করেন তবে তাঁহার অতিশয় শাস্তি হইবে।

(১৩ জুন ১৮২৯। ২ আষাঢ় ১২৩৬)

বিচারকর্ত্তার নূতন নিয়ম।—সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিথ সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতিয়া সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রি কালে যুষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোকপ্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অনাথা বিচার কর্ত্তার নিকট যথা বিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক।—তিং নাং।

সম্ভ্রান্ত লোক

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫)

মরণ।—গোপীমোহন বাবু এতদ্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সন্ততিতে অথণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান্ ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহ লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্ম্মানুযায়ি ফলভাগী হইয়াছেন।

ইনিই পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী স্বনামধন্য গোপীমোহন ঠাকুর। গোপীমোহনের ছয় পুত্র,—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

(৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৩)

মরণ।—গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চৈত্র বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর পরলোকগত হইয়াছেন কলিকাতাতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল অতএব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

(৩ জুন ১৮২০। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

ইশ্তাহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে সূর্য্যকুমার ঠাকুর কমরস্তল বাঙ্কের খজাঞ্চী ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২)

শুভজন্ম।—১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সদ্বিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবদীয় বাদ্যকরকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহূত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।

(১৩ মার্চ্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫)

মরণ।—গত ২৭ ফেব্রুআরি ইং ১৭ ফাল্গুণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাঁহার রচিত অনেক উত্তমং গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেণ।

লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.* গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬) বাণীকণ্ঠ রায়ের মৃত্যুর তারিখ ভ্রমক্রমে ১৮১৭ সন বলিয়া দেওয়া আছে।

(২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬)

শ্রীযুত লালাবাবু।—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার

অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন।...তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেন না তাঁহার যাবদ্বিষয়ের অধিকারী তাঁহার পুত্র আছেন।

(১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭)

লালাবাবুর মৃত্যু।...তিনি অনুমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাঁহাতে তিন শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ আতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র২ লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওদ্দরূপ পাইত বিশেষ২ দিনে ইহাহইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন ঐহিক সুখ লিপ্সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যে২ কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমীদারি ও অন্য২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।

শ্রীযুত শীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লালাবাবু' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। মোরেনো সাহেবও লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (*Bengal: Past & Present*, Octr.–Decr. 1926)। কিন্তু এগুলিতে জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পের ভাগই বেশী—কাজের কথা খুবই কম। মাসিক 'ফ্রেণ্ড

অফ ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮২০, জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ১৯৯-২০৩) লালাবাবুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। ভারত-গবর্মেণ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন প্রবাসের ইতিহাস ১৯২৭ সনের *Bengal: Past & Present* পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬)

মরণ।—কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ সুখ্যাতিমান্ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়া পথে আপন বিভবানুসারে ধন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেওয়ান রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ও গোড়াবাগানের ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেডী হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র থাকায় তিনি হেষ্টিংস সাহেবের দেওয়ান বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পুর্ব্বে যে-সকল বাঙালী ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, রামলোচন ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি মুক্তহস্তে জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বরাহনগর আলমবাজারে গঙ্গাতীরে একটি স্নানের ঘাট ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আজও তাহা লোচন ঘোষের ঘাট বলিয়া খ্যাত।

(২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭)

মরণ।—মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্লাকির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎ কর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।

(২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫)

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত ব্লাকিয়র সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বহু কালাবধি দেওয়ান হইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠারোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে এতন্নগরের আবাল বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমারদিগের এবং অনেককে যেমত সুখে রাখিয়াছিলেন তদস্বরূপ তাহার পরকাল সুখে যাপন হয়।—তিং নাং

(১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭)

মরণ।—৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

(৪ নবেম্বর ১৮২০। ২০ কার্ত্তিক ১২২৭)

মরণ।—গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

ইনি জোড়াসাঁকো সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র, এবং স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ।

(৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮)

ইস্তাহার।—জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলৎ যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে···।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮)

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের বাবু নীলমণি মল্লিক অতিভাগ্যবান লোক ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল না এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন সেই তাঁহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই নীলমণি মল্লিকের পোষ্যপুত্র।

(১৭ নভেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮)

ইস্তাহার।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রোস্তমজী বইরমজী কোম্পানী খ্যাত ছিল সন ১৮২১ শাল ১৪ নবম্বর ইস্তক বইরমজী কওয়াশজী আপন অংশ লইয়া ভিন্ন হইলেন এই তারিখ ইস্তক রোস্তমজী কোওয়াশজী কোম্পানী খ্যাত হইল।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল 'ভারতবর্ষে' (চৈত্র ১৩৩৮ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯) রুস্তমজী কাওয়াসজীর প্রামাণ্য চরিত-কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

(২৩ নভেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

মোং কলিকাতার পাথরীয়া ঘাটার দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে পীড়িত থাকিয়া ২৭ কার্ত্তিক রবিবার দিবা দশ দণ্ড সময়ে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ অনেকে শোকান্বিত হইয়াছে ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ পরোপকারী ছিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দুবালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে হিন্দু কালেজের এক জন সহকারী হইয়া বালকেরদের বিদ্যোপার্জন বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিতেন।

দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার একাধিক গ্রন্থে ইঁহাকে অনুকূলচন্দ্রের "পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই বৈদ্যনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (অনুকূলচন্দ্রের পিতা) এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (ডিসেম্বর ১৮২৫)।

(৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০)

পঞ্চত্ব।—আমরা অত্যন্ত খিদ্যমান মানসে প্রকাশ করিতেছি যে মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর শন ১২৩০ শালের ৪ ভাদ্র ইং শন ১৮২৩ শালের ১৯ আগস্ত মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন কালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।...তাঁহার বয়ক্রম দ্বিচত্বারিংশদ্বৎসরের অধিক হইয়াছিল না এবং তিনি নিজে গুণজ্ঞ এবং বিদেশী ও স্বদেশী নানা গুণিজনের এক অবলম্বন স্থান ও তিনি প্রকৃত মহাশয় ছিলেন...।

ইনি শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যুর তারিখ ভ্রমক্রমে "আগষ্ট ১৮২৪" বলিয়া উল্লেখ আছে।

(১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১)

সহগমন।—কএক দিবস হইল মোং খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রেয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগবিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে তাঁহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলাতনা হইয়া শবসহ জল জ্ঞানে জলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাংলার গভর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল।

(৯ এপ্রিল ১৮২৫। ২৮ চৈত্র ১২৩১)

মৃত্যু।—মোং কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী বাবু রামদুলাল সরকার অতিভাগ্যবানরূপে খ্যাত ছিলেন সংপ্রতি গত ২০ চৈত্র শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন।

ইনিই স্বনামধন্য ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) পিতা।

(৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

গুণবানের মৃত্যু।—হাটখোলানিবাসি বাবু মদনমোহন দত্তের পৌত্র হরলাল দত্তের পুত্র মণিমাধব দত্ত গত ২৬ বৈশাখে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ।

২৪ বৈশাখ শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল তদুপলক্ষে ২৬ তারিখে জ্বর হওয়াতে ২৭ বৈশাখ দিবা দুই প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অস্মদাদিরও মহাখেদ হইয়াছে যেহেতু ঐ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান্‌রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কোন২ কর্ম্মস্থানে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ দত্ত বাবু অতিসুশীল

মিষ্টভাষী বিজ্ঞ প্রেমাভিলাষী গুণজ্ঞ রসজ্ঞ বিজ্ঞ রসিক ছিলেন তাঁহার কৃত এক আদিরস-সংযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইলে তাহার রসিকতা প্রকাশ পাইত অতএব এমত গুণবানের মৃত্যু হওয়াতে সুতরাং অনেকে খেদিত হইয়াছেন।—সং কৌং।

(৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

ধনবানের মৃত্যু।—গত মঙ্গলবার দিবাভাগে মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুর রোগবিশেষে পরলোকগত হইয়াছেন।

ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

(৮ ডিসেম্বর ১৮২৭। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৪)

রাজা শিবচন্দ্র রায়।—গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজা শিবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত হইয়া কালযাপন করিয়াছেন তাঁহার পৈতৃক যে ধন ছিল তাহা পাঁচ সহোদরের সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বুদ্ধির দ্বারা অধিক করিয়াছিলেন তাঁহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই বরঞ্চ সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা ব্যয় করিতেন যদ্যপি তাঁহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত গমনাগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ম্মনাশা নদী আছে তাহার জলস্পর্শে তাবৎ কর্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত হইয়া তাঁহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহায্যদ্বারা এক রজ্জময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ নদীর উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ব্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন না তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া পথে গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সজ্জান্বিত সৈন্য

বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদণ্ড মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশাপর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্ব্বক করিতেন অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যন্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও ঐ সময় ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন দিবাবসানে অর্থাৎ দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাঁড় খোসামুদে তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহুরির মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মসহরা পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতমাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।—সং চং

(৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

রাণীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।—এতন্নগরস্থ মৃত মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের কএক বাটী আছে তন্মধ্য নিজ বাটীতে তাঁহার মহারাণী থাকিতেন তিনি কোন বিশেষ পীড়ায় ক্লিষ্টা ছিলেন ১৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের পর পরলোকপ্রাপ্তা হইলেন পরে তাঁহার বর্ত্তমান দুই পুত্র শ্রীলশ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকাযোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজ ঘাটে জাহ্নবীর তটে চন্দনাদি কাষ্ঠে ও ঘৃত ধূনাদিদ্বারা দাহ করিয়াছেন মহারাণী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বটেন যেহেতুক রাজপত্নী রাজজননী ইহাতে ভাগ্যের সীমা কি পুণ্যবতী ও অতিযথার্থ কেননা প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

(১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২)

বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যু।—মোং বহুবাজার নিবাসি দুর্গাচরণ পিতুড়ী যিনি একাল পর্য্যন্ত কলিকাতার সরিপ দপ্তরের মুৎসুদ্দী হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন তিনি কালবশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম শ্রীযুত বাবু গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশীও তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।—তিমিরনাশক।

(২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২)

মৃত্যু।—সেরাজুদ্দিন আলী খাঁ নামে কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি

সংপ্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন তিনি আরব্বি ও পারসি বিদ্যাতে অতিনিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে অনেক দিবসপর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতী ছিলেন পরে কাজিউলকোজ্জাত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জরাগ্রস্ত হইলে কোম্পানি তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিবস হইল তিনি আপন দেশ লক্ষ্ণৌতে যাইতে বাসনা করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকট নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পর্কীয় তাবৎ সাহেব লোকের উপর পারসী ও ইংরাজীতে এইরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন যে ইহার কর্ম্মেতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং ঐ পত্রে কোম্পানির সাধারণ মোহর দিয়াছিলেন বিশেষতঃ কাশী ও লক্ষ্ণৌর শ্রীশ্রীযুতের উকীলেরদের উপর বিশেষপত্র দিয়াছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার পীড়া হইয়া তিনি কলিকাতাতেই কালপ্রাপ্ত হইলেন।

(৮ নবেম্বর ১৮২৮। ২৪ কার্ত্তিক ১২৩৫)

৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬ কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি দুই প্রহরের পর পাথরঘাটা-নিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর ৫৭ বৎসরবয়স্ক হইয়া উদরাময় ও জ্বর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইঁহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৺রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠিপতির পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যশ কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে ইঁহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন শুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইঁহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন২ ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া টোল করিয়া পড়াইতেছেন তাঁহারদিগের টোল ও অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আনুকূল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এপ্রযুক্ত বাবু ও ঠাকুর উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা ইঁহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা তাঁহারদিগের দুই জনের দুই পুত্র হইয়াছে।—সং চং

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬)

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পারবর্ত্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশে একটা বাণিজ্য কুঠীর স্থাপনার্থে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। এখন সেই মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছেন।

উপরিলিখিত "একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি" রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রধানতঃ দিল্লীশ্বরের দাবি-দাওয়ার মীমাংসার জন্যই বিলাত গমন করিয়াছিলেন। এই বিলাত-গমন ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ সরকারী দপ্তরের সাহায্যে লিখিত আমার *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* পুস্তকে দেওয়া আছে।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

ইশতেহার।—স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পহুচান যায়।

ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে হুকেশের ষ্ট্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিগে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।

আপার সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার থাকেন তাহাই রামমোহন রায়ের মানিকতলা উদ্যানবাটীর অংশ-বিশেষ।

এই যুগের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লোকনাথ ঘোষের *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.* (1881) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

ধর্ম্ম

পূজাপার্ব্বণ

(১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫)

রথ।—২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসর রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন২ বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ২ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পসারী কলিকাতাহইতে এবং অন্য২ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গল বার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথহইতে নামাইল ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোকযাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

(১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬)

রথযাত্রা।—১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক২ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুরপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্ব্বস্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে

দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

স্নানযাত্রা।—আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক২ তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮)

স্নানযাত্রা।—১৫ জুন ৩ আষাঢ় শুক্রবার মোং মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু স্থানে২ অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে।

(৯ মার্চ্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

দোলযাত্রা।—মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিশ ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

(৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮)

বারুণী।—গত বারুণীতে এ বৎসর অগ্রদ্বীপে অধিক লোক হয় নাই তথাপি অনুমান হয় যে পঞ্চাশ হাজার লোক হইয়াছিল। এবং মোং কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।

(২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬)

চড়ক।—গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

(২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ৯ আশ্বিন ১২২৭)

দেবীপূজা।—হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যেরূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘরহইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁস ও কাষ্ঠদ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারি পিট করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাঁহার আগমন হয় সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

(২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭)

দুর্গোৎসব।—এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।…

(২৬ অক্টোবর ১৮২২ । ১১ কার্ত্তিক ১২২৯)

স্থত্তির দুর্গোৎসব।—কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে স্থত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উটিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

(১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮)

বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি পূজা।—বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৭ রোজ বৃহস্পতিবারপর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতিআশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিষ্প্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮)

বারএয়ারি পূজার বিরোধ।—সংপ্রতি মোং জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্তপাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারি পূজাতে বারএয়ারী মারামারী প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্দমা সদরে হইতেছে।

(৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬)

পূজা।—২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ার গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে

ও অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর২ প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

(১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬)

ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।

(২৭ নভেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

গুপ্ত পূজা।—মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সাংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।…

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ২১ মাঘ ১২২৮)

গুপ্তপূজা ।—সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিখান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজসপাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ২ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামিগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

পূজা।—গত ৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু মোং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই খান ও জড়াও বাজু দুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক রূপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্ট বস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণেতে নাট মন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হুগুয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা পাইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

(২২ জুন ১৮২২ । ৯ আষাঢ় ১২২৯)

নরবলি।।- শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামে রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়া ছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।

(১১ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

চুরি।—মোঃ কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

(২৭ মার্চ্চ ১৮১৯ । ১৫ চৈত্র ১২২৫)

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারশ কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওগনি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানে২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজআভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যানির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ ফেরেকা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস নাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্টরি ও

পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরা ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় শ্রীযুত রায়জগন্নাথপ্রসাদপ্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাথ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক২ পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য মসালা ও ওগয়রহ ও এক২ পিতলের থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোষাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষা হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহাহইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগতপ্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১ ফাল্গুন ১২২৬)

বিবাহের ইস্তাহার।—৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার গবরণরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১২ ফাল্গুণ এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচপ্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

(৯ মার্চ্চ ১৮২২ । ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

বিবাহ॥—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেওয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৭ পৌষ ১২২৯)

বিবাহ॥—গত ১৩ কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব্ব দেশে আর কখনও হয় নাই…। ঐ মহারাজ চন্দ্র বংশীয় রাজা তাঁহারদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়…।

(৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮)

ত্রিপুরা ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্গামাণিক্য ইংগ্লণ্ডীয় রাজশাসন-কর্ত্তারদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শাসনকর্ত্তারা সে বিষয় তদারক করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা ত্রিপুরার জজ ও মেজেষ্ট্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত উত্তম সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ভ করিয়া রাজবাটী নিকটবর্ত্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত জজ সাহেবপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল। পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল।

অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিষ্ট্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটীপর্য্যন্ত অতিবড ৩০ ত্রিশ সুসজ্জ হস্তীর উপরে ডঙ্কা হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবেরা রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট সম্ভাষা করিলেন ও আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল। রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে আইলেন। সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা ঐ খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া ঐ খীলাত পরিধান করিলেন ও পাগ বান্ধিলেন এবং অপূর্ব্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। পরে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য২ লোক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহাসনের উত্তর ভাগে দাঁড়াইলেন তৎ কালে ব্রাহ্মণেরা অনেক শান্তিবাক্য পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে শুভ্র বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে ব্রাহ্মণেরা পুনঃ২ শান্তি করিলেন।

পরে রাজা সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাভ্যুক্ষণ করিলেন এবং রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলারা রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বস্ত্র আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান২ লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাজা তৎকালে আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বসিলেন সে সিংহাসন হস্তি দন্তে নির্ম্মিত ও স্বর্ণে মণ্ডিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দ্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর।

পরে যথাযোগ্য সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

সেই দিনে সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন ও তাবৎ লোককে উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা সাহেবেরদের গৃহে গিয়া তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রি যোগে উত্তম খানা হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক আমোদ হইল।

সহমরণ

(২৭ মার্চ্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫)

সহমরণ।—শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

সহমরণ।—তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্য২ জেলাহইতে জেলা হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।

পশ্চিম হিন্দুস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যূন এবং সেথানে এমন গ্রাম আছে যে সেখানকার লোকেরা কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্তু কখন চক্ষে দেখে নাই।

সেখানে সহমরণ হইলে পর চিহ্নার্থে গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।

(২৩ মার্চ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮)

সহমরণ।—কলিকাতার অন্তঃপাতি কোর্ঠের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

	সন ১৮১৫ সাল	১৮১৬ সাল	সন ১৮১৭ সাল
কলিকাতার অন্তঃপাতী	২৫৩	২৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুরশেদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বানারস	৪৮	৬৫	১০৩
বরেলী	১৭	১৩	১৯
	৩৮০	৪৪২	৬৯৬

(১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০)

সতী॥—মঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সেস্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধা হইতে বাসনা করিতেছ। কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরন করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকালপর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকেরদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃ স্নেহ জন্মিল না। পরে ঐ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও ঐ দুই বালকের প্রাণ রক্ষা করিবার অনেক যত্ন করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল। ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম তোমার ইচ্ছা। ইহার পরে সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।

তাহার বিবরণ। ঐ স্ত্রী আর২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বান্ধিল তৎপরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

সমাচার চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সহমৃতাবিষয়ক। ২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট-নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় বিবেচনাকরণনিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা তিন প্রকার। ইহার প্রথম প্রকরণ এই যে বর্ত্তমান যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরীকরা কিম্বা গর্ব্ভবতী কিম্বা দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া সহগমন করাতে যে নিবারক আইন আছে তাহা অতিকঠিনরূপে নিযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকরণ সুবে বাঙ্গলা ও বেহারের সরহদ্দমধ্যে এই রীতি একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় এই রাজধানীর মধ্যে বিনা কোন নিয়মে এই রীতি উঠিয়া যাইবে। অতএব এই বিষয় প্রকাশ করিয়া ঐ ইণ্ডিএ গেজেট সম্পাদক মহাশয় ও প্রায় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা রহিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন সে যাহা হউক খেদের বিষয় এই যে আমারদিগের বিবেচক দেশাধিপতিরও ঐ বিষয় রহিত করিতে মনঃস্থ হইয়াছে ইহাতে আমরা ভীত আছি কিন্তু এমত সকল আবশ্যক বিষয়েতে কাগজের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে শ্রীযুত গবর্নমেণ্টের অনুমতি আছে অতএব যেমত ঐ বিষয় এইক্ষণে বিশেষ বিবেচনা হইতেছে আমরা ঐ সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুতের কর্ণ-গোচরের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষ প্রথমতঃ শ্রীযুত গবর্নমেণ্ট এই বিষয় নিবারণ নিমিত্তে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতেছেন এবং আমারদিগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে ইহার প্রমাণ এবং মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন কিন্তু ঐ এক ব্যক্তির কিম্বা অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস হইতে পারিবে যেহেতুক ধর্ম্ম এবং ব্যবহারবর্জ্জিত ব্যক্তিরদিগের যে নূতন প্রমাণ এবং ধারা তাহা জগতের মান্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যে তিন প্রকরণ প্রদান করিতে আশ্বাস করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ শ্রুত আছি যে কএক বৎসর গত হইল এই বিষয় রহিত করিতে আর একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন

তাহাতে মহামহিম শ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এবং নানা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরত যথার্থ জ্ঞাত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত যে প্রথম প্রকরণ তাহাই স্থাপিত করিলেন তদবধি সেই রীতি সর্ব্বত্র চলিতা হইতেছে এবং ইহাও সর্ব্বদা প্রচার আছে যে যখন যে স্থানে সহমৃতা হয় সেই স্থানে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা এবং রাজসংক্রান্ত লোকেরা স্বয়ং গমন করেন এবং ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমন নিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান কিন্তু তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে পারেন নাই সুতরাং ইহাহইতে অধিক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ আর কি আছে। এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম্ম কিম্বা অশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ অধীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের এই বিষয়ে এতাদৃশ প্রতিবন্ধকতা এবং সন্দেহহওনের কারণ এই অনুভব হয় হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকের এতাদৃশ অসম সাহস কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক হয় এমত তাহারদিগের মতে কোনরূপে বিশ্বাস হয় না কিন্তু তাঁহারা এমত দেখিয়া কিম্বা শুনিয়াও থাকিবেন যে স্ত্রীলোক পতিপ্রাণা হয় সে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্য বদনে স্বামির জলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে অতএব এবিষয়ে জোরাবরি ইত্যাদির সম্ভব কোনরূপে হয় না স্ত্রীলোকদিগের এ আশ্চর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিহওনের বিশেষ ফল এই আছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে সকল ফল আছে তদ্ভোগী হন এবং লোকতঃ আপন নাম ও কুল উজ্জ্বল করেন। অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব যিনি দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।

সহমরণ-বিষয়ে গবর্মেণ্ট হাউসে একটি সভা হয়। এই সভায় রামমোহন রায়ের পক্ষ হইয়া পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) সহমরণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন :—

"...আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাত করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থে প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি,... ।" ('সম্বাদ ভাস্কর'—২৬ মে ১৮৪৯)

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

...লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা

কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কিপ্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।—চন্দ্রিকা ৩ ডিসেম্বর।

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার ছদ্মনামে রামমোহন রায় ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন বা ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেন ইহা যে রামমোহন রায়েরই রচনা, উপরিলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

ধর্ম্মবিষয়ে সভা।—৫ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সভ্যাস্তসমূহ সমাগত হইলে শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া

দিবেন এতৎশ্রবণে সভ্যগণেরা কহিলেন যে সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যেপর্য্যন্ত বিলাতহইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। ✓অপর প্রশ্ন হইল বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাঁহারাই তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন ঐ কথা তাবতের সম্মতহওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বৈঠক হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাতে সকলের মত হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্ম্মরক্ষাহেতুক বিশ পচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্ব্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ।

নাম			টাকা
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক	...	...	২৫০০
„ গোকুলনাথ মল্লিক	...	...	২০০০
„ আশুতোষ দে	...	...	১০০০
„ গোপীমোহন দেব	...	...	৫০০
„ হরিমোহন ঠাকুর	...	...	৫০০
„ বৈষ্ণবদাস মল্লিক	...	...	৫০০
„ কাশীনাথ মল্লিক	...	...	৫০০
„ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	৫০০
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতপ্রভৃতি	...	...	২৫০
শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	...	...	২০০

নাম	টাকা
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ … …	২০০
„ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় … …	২০০
„ রামমোহন দত্ত … …	২০০
„ নীলমণি দে … …	২০০
„ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস … …	২০০
„ গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় … …	২০০
„ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় … …	১০০
„ রামকমল সেন … …	১০০
„ ভবানীচরণ মিত্র … …	১০০
„ জগন্নাথ দাস বৰ্ম্মণঃ … …	১০০
„ শিবচন্দ্র দাস … …	১০০
„ ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় … …	১০০
„ কৃষ্ণচন্দ্র বসু … …	১০০
„ রাধাকৃষ্ণ মিত্র … …	১০০
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার … …	১০০
শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু … …	৫১
„ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় … …	৫০
„ শিবচরণ ঠাকুর … …	৫০
„ রূপনারায়ণ ঘোষাল … …	৫০
„ মদনমোহন সেন … …	৫০
„ মধুসূদন রায় … …	৫০
„ রাজবল্লভ শীল … …	৫০
„ চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র …	৫০
„ জয়নারায়ণ মিত্র … …	৫০
„ দেবনারায়ণ দেব … …	৫০
„ তারিণীচন্দ্র মল্লিক … …	৫০
„ কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ … …	৫০
„ শিবনারায়ণ দে … …	২৫
„ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন … …	২৫
„ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় … …	১৬
„ কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় … …	১০

নাম			টাকা
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত	...	...	১০
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	...	৫
„ শ্যামচাঁদ দাস	...	...	৫
„ তারাচাঁদ মজুমদার	...	...	৫
„ পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ	...	...	৫
„ ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	...	২
„ বৈদ্যনাথ আচার্য্য	...	...	১
			১১২৬০_

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্ম্মিকের নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকাঅবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্য শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে ব্যয় হইবেক তাহার অনুমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্ব্বাহক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্ব্বত্র পাঠাইবেন।

এই সভায় শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্মহইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভাগণ কহিলেন ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য বটে।

কিন্তু অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাঁহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক আমরা এই ধর্ম্ম সভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব।—সং চং

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

সতীর পক্ষে আরজী বিষয়ক।—সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুতকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় অদ্য বৃহস্পতিবার ২ মাঘ ১৪ জানুআরি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতাস্থ নীচের লিখিত কএক জন শ্রীশ্রীযুতের নিকট গমন করিয়াছিলেন গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন

অনন্তর সতীর বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদানন্তর কহিলেন তোমারদিগের আরজী ও ব্যবস্থাপত্রে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই কাগজে লিখিয়াছি সেই কাগজ দিলেন। প্রার্থনাকারিরা কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহার উত্তর আমরা অতিত্বরায় হজুরে দরপেস করিব এ দিবস এইপর্য্যন্ত হইল।

গবর্ণমেণ্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষঃ কলিকাতাস্থদিগের এক আরজীতে ৮৫২ জন বিষয়ি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহপ্রভৃতি গ্রামবাসিরদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্টলোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।

অদ্য গবরনর জেনরলের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত নিমাই চাঁদ শিরোমণি ও হরনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও বাবু রামগোপাল মল্লিক।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

সতী।—গত ১৪ তারিখে বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু ভবানীচরণ মিত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় কএক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে নিয়মিত কালানুসারে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন। শ্রীশ্রীযুতকর্তৃক তাঁহারা কৌন্সেলের গৃহেতে গৃহীত হইলেন।…

শ্রীশ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকট যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। হিন্দুরদের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামিমরণানন্তর তাহারদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্‌গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুখ্যকল্পরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল…।

শ্রীশ্রীযুত অতিসম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে২ বিবেচনাপূর্ব্বক রহিতকরণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত

আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন ॥

(Signed) W. C Bentinck.

January 14th, 1830.

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৬)

গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচক পত্র দেওনার্থে কএক জন এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়েরা শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় উপস্থিতহওনের কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুত কাপ্তান বেন্সন সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন। অপর তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন অমাত্যগণসমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্রীশ্রীমতী লেডি বেণ্টিঙ্ক ও কএক জন বিবিসাহেবও তৎসময়ে তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য২ সাহেবেরাও ছিলেন। অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযুতের সন্নিহিত হইয়া ইঁহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজারদের পত্র বাঙ্গলা ভাষায় পাঠ করিলেন তদনন্তর তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল। ঐ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে···।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬)

ধর্ম্মসভা।—হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং।

আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্তৃত্বাভাবে ধর্ম্মহানি হইতেছে অতএব স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিরক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্তু অনেকে একত্রহওয়া দুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অস্মদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্ত্তমান শকের গত ৫ মাঘে এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে হইবেক।

বিলাতে যে আরজী পাঠান যাইবেক তাহা কি প্রকারে কোন্ ভাষায় কাহার দ্বারা

প্রেরয়িতব্য তাহা পশ্চাৎ জ্ঞাত করান যাইবেক এই বিষয়ে কাহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন।

অপর ইহার পর সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহা বিবেচনামতে বিহিত করিতে হইবেক।

উক্তবিষয় সকলে যে ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত ধনসংগ্রহ আবশ্যক বিধায় পূর্ব্বোক্ত সভায় সমাগত ব্যক্তিদিগের মত চাঁদা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে অতএব বিশিষ্টলোক যাঁহার যত টাকা দিতে ইচ্ছা হইবেক তাহা স্বাক্ষরপূর্ব্বক অঙ্কপাত করিবেন।

ঐ সভায় সমাগত তাবৎ সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধনরক্ষক এক আর সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম এতৎপত্রে লিখিত হইল এসভার নিয়ম ও অভিপ্রায়মতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থির হইবেক তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক ধনদাতা ও স্বধর্ম্মরক্ষকাঙ্ক্ষিরদিগকে দেওয়া যাইবেক। সংপ্রতি নিয়মের স্থূল লেখা যাইতেছে।

ধনরক্ষকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রমাণে সম্পাদকের দ্বারা টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকের নিকটে জমা হইবেক।

সভার অংশী। সভার নিমিত্ত অল্প টাকা দিলেও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের অংশী হইবেন ধনরক্ষকের কর্ত্তব্য। আপন নাম স্বাক্ষরে রসিদ দিলে ধনদাতারদিগের নিকট টাকা পাইবেন ধর্ম্মসভার বহিতে দাতার নাম দিয়া জমা করিবেন

ধনব্যয়বিষয়।—ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ বিবেচক ১২ জন ঐক্য হইয়া যে বিষয়ে ব্যয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন তজ্জন্য অনুমতিসূচক লিপি দিলে ধনরক্ষক সম্পাদককে টাকা দিবেন।

অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য।-মধ্যেং বৈঠক করত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন এবং সম্পাদকের হিসাব লইবেন সেই হিসাব সর্ব্বসাধারণ অংশিরদিগের যখন সভা হইবেক তখন সকলকে জ্ঞাত করাইবেন। কোন ভারি বিষয় উপস্থিত হইলে সাধারণ সভার আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন এবং যখন যে বিষয় সম্পাদককে করিতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

অংশিরদিগের কর্ত্তব্য।—সম্পাদকের সভা আহ্বানের পত্রদ্বারা নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।—যে বিষয়ে অধ্যক্ষেরদিগের অনুমতির আবশ্যক হইবেক তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরদিগের মত হইলে সেই মত বলবৎ জানিয়া সে কর্ম্মসম্পন্ন করিবেন এবং যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত অধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক আবশ্যক বুঝেন তজ্জন্য বৈঠকের নিমিত্ত আহ্বান করিতে পারিবেন অপর অধ্যক্ষেরা যিনি যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন তখনি তাহার উত্তর লিখিয়া দিবেন।

অধ্যক্ষের মধ্যে যদি কেহ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উপস্থিত না হন তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে

ধনদাতারদিগের মধ্যে যাঁহাকে উপযুক্ত বুঝিবেন সেই পদে নিযুক্ত করিয়া অন্য অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

সভাবাটীবিষয়ক।—বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইলে পর কোন্ স্থানে কিপ্রকার বাটী নির্ম্মিত করিবেক তাহা স্থির হইবেক ইতি। শকাব্দা ১৭৫১।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক। শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব। শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে। শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক। শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসম্পাদক।

শ্রাদ্ধ

(১৬ মার্চ্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮)

একোদ্দিষ্ট।—কলিকাতার শামবাজারের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ আপন পিতার অশৌচপ্রতিবন্ধক পতিতৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৮ ফাল্গুন রবিবারে করিয়াছেন তাহাতে আন্দাজ সবস্ত্রোপকরণ আট শত থাল ও সবস্ত্রোপকরণ সামন্ত ভোজ্য পাঁচ শত করিয়া তাবদ্দলস্থ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া অপূর্ব্ব সভা করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যাপকেরা স্বস্বাধ্যয়ন শাস্ত্রানুসারে ন্যায় ও স্মৃতি ও পুরাণ ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ করিয়া অনেক২ শাস্ত্রের বাদানুবাদ করিলেন পরে সভা উঠিলে মিষ্টান্ন সম্মিলিত সবস্ত্রথাল ও মুদ্রা লইয়া তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ চতুষ্পাটীতে গমন করিলেন। পরে তাবৎ নিমন্ত্রিত সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে সমাদরে অভীষ্টমত জল পানাদি করাইয়া এক২ সবস্ত্রভোজ্য দিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন।

গুরুপ্রসাদ বসু দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র। এই কৃষ্ণরাম বসুর নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে। বসু-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১)

শ্রাদ্ধ।—১০ আষাঢ় মঙ্গলবার শহর কলিকাতার শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপ্যময় চারি দানসাগর ও স্বর্ণময় চারি যোড়শ ও তদুপযুক্ত শয্যা ও আর২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার পৌত্রেরা পাঁচ সহোদর নিজালয়ে পৃথগ্দানস্থান করিয়া দুই রূপ্যময় দানসাগর ও দুই স্বর্ণময় যোড়শ ও তদুপযুক্ত আর২ দ্রব্য এবং শ্রেণীক্রমে থাল পূর্ণ মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে নানা দিদেশহইতে যে সকল কাঙ্গালি আসিয়াছিল

তাহারদিগকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এক ও দুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে কোন বিষয় ত্রুটি হয় নাই ।

(১৪ মে ১৮২৫ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।—মহানগর কলিকাতার মধ্যে ২০ বৈশাখ রবিবার বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত তৈজস এবং হস্তী ও নৌকা গাড়িপ্রভৃতি কত২ দান সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে তৎ সন্তানেরা ও অধ্যক্ষ সকলে ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কাশী ও কাশ্মীর ও সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ও কাঞ্চী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় অধ্যাপকেরদিগের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধা প্রায় সাত আট সহস্র জন হইবেন এঁহারদিগের বিদায়ের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা অতিবাহুল্য অধিকন্তু ভাগ্যের কর্ম্ম এই হইয়াছে যে লক্ষ২ কাঙ্গালী বিদায়কালীন কোন গোলযোগ হয় নাই সকলেই কষ্টব্যতীত প্রত্যেকে এক২ টাকা পাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে নাই যেহেতুক অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর নহে যাহা হউক বাস্তবিক তাহার বিশেষ বর্ণনে বর্ণাভাব হয়।—সং কৌং

ধর্ম্মস্থান

(১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

হরিদ্বারের মেলা।—গত মাসে মোং হরিদ্বারে বৎসর২ এক মেলা হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রজপুতানা ইত্যাদি নানা দেশহইতে অনেক২ লোক সেই মেলা দর্শনার্থ ও গঙ্গাস্নানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার লিখা যাইতেছে। সেখানে ছাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড ও ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোঘাট ও কুশাবৃত ও চণ্ডিকাদেবী ও নীলেশ্বর মহাদেব ও বিষ্ণুতীর্থ ও সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি এই সকল স্থান পরস্পর দূর। এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাঁচ পুরী সেখানে দুই হাজার ব্রাহ্মণ অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকেই দক্ষিণাপ্রভৃতি দেয় ঐ অধিকারিরদিগকে দেয় না। এই বৎসর লোকযাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে মেলা হইবেক সে অতিশয় তাহার নাম কুম্ভিকামেলা সে মেলা বার বৎসর অন্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাব-

হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহরহইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল।

অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় অধিকারিরা তাহা উঠাইয়া লয়। কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচিরা ব্রহ্মকুণ্ডেতে স্নান করিয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গা জল রক্ত বর্ণ হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা অনেকে তাহারদিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল তদবধি চামারেরা সেখানে যায় কিন্তু সে অপহতারা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না।

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা জন পাচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে ঐ হিন্দু গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে দিলাম।

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নানার্থে জলে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া ঐ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে সমুদায় টাকা এক২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকারিরা কহিল যে এই বানর এই টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়া আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে চোরে লইয়াছে।

(২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬)

আনন্দধাম।—কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের তীরঘাটের উপরে চতুর্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণ কুণ্ডহইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও ঐ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন সে স্থল অতিমনোরম। এতদ্দেশে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা অনেক২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬)

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।—মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে স্বস্বস্থানে রাখা যাইবে।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ৮ ফাল্গুন ১২২৬)

চুরি ।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য২ ব্যাবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১ । ৮ আশ্বিন ১২২৮)

প্রাচীন কথা ।—মোং তমোলোকের অন্তঃপাতি পদুমশাননামক স্থানে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন সেথানকার লোকেরা কহে যে এই স্থানে পূর্ব্বে এক রাজা ছিলেন তিনি প্রতিদিন শৌল মৎস্যের পোনা আহার করিতেন তন্নিমিত্ত এক জন জালিয়ার প্রতি ঐ মৎস্য পোনা আনয়নের ভার ছিল। ঐ জালিয়া কিছু কাল অনেক চেষ্টাতে তাহা যোগাইল পরে নিতান্ত অপারক হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে এক দিন স্বপ্ন দেখিল যে এই জেঁয়াচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মৎস্যের পোনা পাইবা। সে জালিয়া ঐ স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল। এইরূপে প্রতিদিন মৎস্য লইয়া অনায়াসে রাজাকে দেয়। রাজা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া চারদ্বারা সমাচার জানিয়া আশ্চর্য্যবোধপূর্ব্বক ঐ জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে জালিয়া কহিল যে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে আমার মৃত্যু হইবে। তথাপি রাজা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে জালিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া সেই কুণ্ডে অনেক পূজাদি করিলেন এবং সেথানকার লোকের পীড়া হইলে সেই কুণ্ডের জলে ভাল হয় ও মৃত লোক প্রাণ পায় এই মত দুই চারিটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহাতে রাজা সেই কুণ্ডের চারি পার্শ্বে ভিত্তি গাঁথিয়া তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন পরে সেই মন্দিরে ভগবতীর মূর্ত্তি স্থাপিতা করিয়া পূজা করিলেন তদবধি সে কুণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে কিন্তু উপরে দেবী মূর্ত্তি প্রকাশিতা আছেন।

এবং সেই স্থানে জিষ্ণুহরি নামে এক বিগ্রহ আছেন তাহার কারণ এই কহে যে পূর্ব্বে এই স্থানে তাম্রধ্বজ নামে এক মহারাজ ছিলেন তাঁহার সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া কাতর হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জিষ্ণু অর্জ্জুন ও হরি কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সেই বিগ্রহকে জিষ্ণুহরি করিয়া লোকে কহে। যখন তাম্রধ্বজ রাজা সেথানে ছিলেন তখন তাঁহারি নিকট ময়ূরধ্বজ রাজাও থাকিতেন নারায়ণগড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল কিন্তু সেথানে অদ্যাপি অসংখ্য ময়ূর আছে তাহারদিগকে হিংসা কেহ করে না এবং যে ব্যক্তি তাহারদের হিংসা করে তাহার মন্দ হয় ইহার কিছু প্রমাণ মহাভারতেও আছে।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২ । ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা।—আলাপসীংহ পরগণার জিলা ময়মুনসিংহের মোতালকের এক তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুণ মাসে বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পাচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়া প্রত্যেকে নগদ চারি টাকা ও একং লুই দিয়াছেন তাহার পর এক শত কুমারী ভোজন করাইয়া প্রত্যেকে নগদ জিনিসে দশ টাকা দিয়াছেন রবাহূত ব্রাহ্মণকে এক টাকা সামান্য কাঙ্গালিকে আট আনা প্রত্যেক জনকে দিয়াছেন। এবং যে সকল অধ্যাপকেরা কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে তিন শত চারি শত টাকা প্রত্যেককে দিয়াছেন।

(৬ জুলাই ১৮২২ । ২৩ আষাঢ় ১২২৯)

তীর্থযাত্রা।—জেলা মুরশিদাবাদের কান্দি গ্রামের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব ইত্যাদি এবং রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকীল ইত্যাদি প্রায় সাত আট শত লোক সমভিব্যাহারে এবং বজরা ও ভাউলিয়া ও পিনিশ ইত্যাদি আটাইশখান নৌকা সমভিব্যাহারে ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ১৭ বৈশাখ মোং পাটনাতে পঁহুছিয়া ঐ সকল লোক সমভিব্যাহারে ও গয়া ধামে গিয়াছেন এবং ঐ সকল লোকের গয়া শ্রাদ্ধ করণের যে ব্যয় তাহা শ্রীযুত দেওয়ানজী আনুকূল্য করিয়াছেন। সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অবিমুক্ত বারাণশী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিলেন।

(৩০ নভেম্বর ১৮২২ । ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

কাশী।—জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমেং ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতেং এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তারদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজ্‌নেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজত্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল।

কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাড় শাঁড় সিঁড়ি।

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

কাশী।—মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেক২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পাস্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাটমন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯)

হরিহর ছত্রের মেলা।—মোং পাটনাহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে মোং পাটনার উত্তর হাজীপুরের নীচে যেখানে গঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে তথাতে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে তৎপ্রদেশের হিন্দু লোক আসিয়া থাকে এবং অনেক দেশীয় শওদাগর এবং নানাপ্রকারের ঘোড়া ও নানা দেশীয় নানা জাতীয় বলদ গরু ও হাতী ও উটপ্রভৃতি নানাবিধ আসিয়া থাকে অত্যন্ত লোক যাত্রা হয় তাহার নাম হরিহর ছত্রের মেলা। এই বৎসর ১৪ কার্ত্তিক ২৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার ঐ মেলা হইয়াছিল ইং ১০ কার্ত্তিক লাগাএদ ১৬ তারিখ এ সপ্তাহ তথাতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল। সুবে বেহারের ছয় জিলার যত সাহেবান রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহেবান এবং অনেক২ বিদেশী সাহেব লোক প্রধান২ সাহেবেরা তিন চারি শত এবং পঞ্চ হৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান। এবং সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য অনুমান পাঁচ লক্ষ একত্র হইয়াছিল ইহার মধ্যে অনেকে কেবল স্নান দান করিবার কারণ দুই প্রহর ও আড়াই প্রহরপর্য্যন্ত ছিলেন এবং সাত দিবস-পর্য্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়ী শওদাগর ইত্যাদি অনুমান দুই লক্ষ লোক হইবেক ইহাতে অনুমান